রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং নং-৩০.০০.০০০০.০১৬.২২.০০২.২২

সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা ২০২৩

১. প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত:

১.১.পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ:

সামুদ্রিক পর্যটন বর্তমান বিশ্বে পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ, যা পর্যটকগণকে সমুদ্রভিত্তিক ভ্রমণ, অবসরযাপন ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রমে আকৃষ্ট করে। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা United Nations World Tourism Organization (UNWTO) সামুদ্রিক পর্যটনকে 'এসডিজি'র অভীষ্ট-১৪' এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সমুদ্রভিত্তিক বিনোদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সামুদ্রিক পর্যটনকে পরিচালনা করে দেশ ও দেশের নাগরিকদের সুফল নিশ্চিত করে। UNWTO এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ সালে বিশ্ব জিডিপি এবং বিশ্ব কর্মসংস্থানে সামুদ্রিক পর্যটনের অবদান যথাক্রমে ৫% এবং ৬%-৭%। সামুদ্রিক পর্যটন সুনীল অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উপকরণ এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। এটিকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার বিকল্প উপায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পরিবেশ-প্রতিবেশ উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

সুনীল অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশ। সুনীল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত সামুদ্রিক পর্যটন। বঙ্গোপসাগরে আমাদের ১,১৮,৮১৩ (এক লক্ষ আঠার হাজার আটশত তের) বর্গকিলোমিটার উপকূলীয় সমুদ্রসীমা, সুদীর্ঘ উপকূলরেখা, উপকূলীয় নদী এবং নদীর মোহনা, দীর্ঘতম অখন্ড বালুকাময় সমুদ্রসৈকত, বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি ও মৎস্য সম্পদসহ সমুদ্র তীরবর্তী ও দূরবর্তী অসংখ্য দ্বীপ, মানুষের জীবনধারা, হাজার বছরের সংস্কৃতি, সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সামুদ্রিক পর্যটনের সম্ভাবনাকে আরও বিস্তৃত করেছে।

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২. নীতিমালা প্রণয়নের আইনগত ভিত্তি:

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ এবং জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ এর কয়েকটি ধারা ও নীতি এর সঙ্গে সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা, ২০২৩ এর সংশ্লিষ্টতা ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ এর ৭(১) ধারা মোতাবেক এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে নীতিমালা প্রণয়ন, সুপারিশ প্রদান ও বিদ্যমান পর্যটন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা করার এবং ৭(৩) ধারা মোতাবেক পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও গণসচেতনতা তৈরির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সামুদ্রিক পর্যটন হচ্ছে অন্যতম একটি পর্যটন আকর্ষণ যার উন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় এবং সঠিক পরিকল্পনা ও দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন। এছাড়া, জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩ নীতি মোতাবেক বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। বাংলাদেশে সমুদ্রপথে এবং উপকূলীয় এলাকার পর্যটন আকর্ষণ উপভোগের জন্য বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করার নিমিত্ত সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.৩. সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালার রূপকল্প:

১.৩.১. সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

১.৩.২. সামুদ্রিক পর্যটনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে টেকসই সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; এবং

১.৩.৩. সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন।

১.৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১.৪.১. বাংলাদেশে সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়ন ও পরিচালনা করা;

১.৪.২. বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সামুদ্রিক পর্যটনের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা;

১.৪.৩. বাংলাদেশে সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশে বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট মৌলিক সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ;

১.৪.৪. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণ এবং দেশে-বিদেশে এর প্রচার ও প্রসার ঘটানো;

১.৪.৫. সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই সামুদ্রিক পর্যটন গড়ে তোলা;

১.৪.৬. সামুদ্রিক পর্যটন পরিচালনায় সেবা সহজিকরণে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন করা; এবং

১.৪.৭. সামুদ্রিক পর্যটন নিরাপদ ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

২. সংজ্ঞা:

২.১. **সামুদ্রিক পর্যটনঃ** সাধারণত অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে পর্যটকবাহী জাহাজে সমুদ্রের নির্দিষ্ট পথে যাত্রা এবং সমুদ্র তীরবর্তী পর্যটন আকর্ষণ উপভোগ করাই হচ্ছে সামুদ্রিক পর্যটন। সমুদ্রপথে বিনোদন ভ্রমণ, শিক্ষা ও গবেষণা ভ্রমণ, ধর্মীয় ভ্রমণ, মৎস্য শিকার, নৌপরিসেবা ও নৌচালনাসহ জলভিত্তিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন-ওয়াটার স্কিইং, জেট স্কিইং, সার্ফিং, সেইল বোর্ডিং, সি কায়াকিং, স্কুবা ডাইভিং, সাঁতার ইত্যাদি এবং উপকূলীয় এলাকায় পাখি, তিমি, ডলফিনের বিচরণ ও প্রকৃতি উপভোগ, সমুদ্রসৈকত এবং দ্বীপ ভ্রমণ, ভাসমান হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট, ফিস এ্যাকুরিয়াম, জেলেপাড়া, শুটকী পল্লী ও মৎস্য আড়ৎ উপভোগ ইত্যাদি সামুদ্রিক পর্যটনের অন্তর্ভুক্ত।

সামুদ্রিক পর্যটনের তিনটি দিক রয়েছে যথা-(ক) উপকূলীয় পর্যটন (খ) সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন এবং (গ) এক্সপেডিশন ভ্রমণ।

২.১.১. উপকূলীয় পর্যটন: সাধারণভাবে উপকূলীয় পরিবেশ এবং এর প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে উপকূলীয় পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। উপকূলীয় পর্যটন বলতে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, দ্বীপ, উপদ্বীপ, বনভূমি, জীববৈচিত্র্য, উপকূলীয় পর্যটন আকর্ষণ, বিনোদন কর্মকান্ড যেমন: সূর্যস্নান, বীচ কার্ণিভাল, বীচ খেলা, লাইভ কনসার্টসহ অন্যান্য সমুদ্র সৈকতভিত্তিক পর্যটন ক্রিয়াকলাপ, মেরিন এ্যাকুরিয়াম ও মেরিন মিউজিয়াম উপভোগ, উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি, জীববৈচিত্র্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল ইত্যাদি উপভোগ করাকে বোঝায়।

২.১.২.**সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন:**

সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বলতে সমুদ্র, সমুদ্র উপকূল, নদী ও মোহনায় পর্যটকবাহী জাহাজ ও অন্যান্য নৌযানযোগে নির্দিষ্ট পথে আনন্দদায়ক ভ্রমণকে বোঝায়। এছাড়া, বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম যেমন: সাঁতার, স্কুবা ডাইভিং, সার্ফিং, ওয়াটার স্কিইং, প্যারাসেইলিং, উইন্ডসার্ফিং, সামুদ্রিক প্রাণী দেখা, মাছ ধরা ইত্যাদি উপভোগ করা সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটনের অন্তর্ভুক্ত।

২..১.৩. **এক্সপেডিশন ভ্রমণ:** এক্সপেডিশন ভ্রমণ বলতে কোন রোমাঞ্চকর অভিযান কিংবা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে বোঝায়। কোনো গবেষণা, নতুন কিছু আবিষ্কার কিংবা অজানাকে জানা বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা পরিচালনা করাই এক্সপেডিশন ভ্রমণ।

৩. সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল:

সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন:

৩.১. সামুদ্রিক পর্যটনকে পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি সম্বলিত ক্রুজপোর্ট স্থাপন;

৩.২. সমুদ্রবন্দরের কর্মচারীদের পর্যটনবান্ধব করে গড়ে তোলা;

৩.৩. সামুদ্রিক পর্যটন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;

৩.৪. সমুদ্রপথে বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসানীতি সহজিকরণ;

৩.৫. ভিসা নীতিমালায় আগমনী বন্দর হিসেবে বিমানবন্দর এবং স্থলবন্দরের পাশাপাশি সমুদ্রবন্দর অন্তর্ভুক্ত করা এবং ই-ভিসা/অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

৩.৬. সমুদ্রপথে বাংলাদেশ ভ্রমণের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ ও উপকূলীয় চ্যানেল চিহ্নিতকরণের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করা;

৩.৭. গভীর সমুদ্রে পর্যটকবাহী জাহাজের জন্য সুবিধাজনক স্থানে নোঙরের ব্যবস্থা করা;

৩.৮. কোস্টগার্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৩.৯. সামুদ্রিক পর্যটনের জন্য নির্ধারিত জাহাজে পরিবেশবান্ধব সুযোগ-সুবিধা থাকা;

৩.১০. জলজপ্রাণী দেখার জন্য সুরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ পরিহার করা এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রজনন স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, বন বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নজরদারি বৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

৩.১১. কচ্ছপ, তিমি, হাঙ্গর, ডলফিন এবং বিপন্ন প্রজাতির মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৩.১২. উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা;

৩.১৩. আঞ্চলিক সংস্থা যেমন: South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC), Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) ও Indian Ocean Rim Association (IORA) ভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে নিয়মিত সভার আয়োজন করা;

৩.১৪. বাংলাদেশে অবস্থিত SASEC, BIMSTEC এবং IORA এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের হাইকমিশন/দূতাবাসের সাথে সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশে সমন্বিতভাবে কাজ করা;

৩.১৫. Cruise Lines International Association (CLIA)-এর সদস্যসমূহের মধ্যে সামুদ্রিক পর্যটন বিষয়ে আঞ্চলিক সমন্বয় সাধন এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

৩.১৬. CLIA-এর সদস্যসমূহের সামুদ্রিক পর্যটন ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

৩.১৭. CLIA-এর সদস্যসমূহের মধ্যে সামুদ্রিক পর্যটন বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন অথবা সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করা। সদস্যসমূহের মধ্যে সামুদ্রিক পর্যটন সম্পর্কিত SOP এবং একচেঞ্জ প্রোগ্রাম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা;

৩.১৮. CLIA-এর সদস্যসমূহের সামুদ্রিক পর্যটনের ডাটাবেজ তৈরি করে ব্লু ইকোনমি সেলের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করা এবং সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

৩.১৯. সামুদ্রিক পর্যটন বিপণনে আন্তর্জাতিক মেলা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে অধিকতর সহজ ও আকর্ষণীয় সামুদ্রিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা;

৩.২০. সামুদ্রিক পর্যটন সেবায় নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ট্যুর অপারেটরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;

৩.২১. সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে সমুদ্রবন্দর এলাকায় সবুজায়ন করা;

৩.২২. সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সামুদ্রিক পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৩.২৩. সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের জন্য আধুনিক পর্যটকবাহী জাহাজ শিল্প স্থাপন, নির্মাণ, ক্রয়, প্যাকেজ ট্যুর চালু ও বন্দর/জেটি তৈরি বা উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং কর ও আমদানি শুল্ক সুবিধা প্রদান করা;

৩.২৪. সামুদ্রিক পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রচার ও প্রসারের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং এটুআই এর সমন্বয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা;

৩.২৫. সমুদ্রতীর ও উপকূলীয় অঞ্চল টেকসইকরণে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে কাজ করা;

৩.২৬. জাহাজের বর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সেগুলোকে অনুমোদিত এলাকায় অপসারণ ও নিষ্কাশন নিশ্চিত করা;

৩.২৭. বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে আইল্যান্ড হপিং এর সম্ভাব্যতা যাচাই, জেটি নির্মাণসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যটকবাহী জাহাজ শিল্প উদ্যোক্তা ও ট্যুর অপারেটরদের উৎসাহিত করা;

৩.২৮. সমুদ্রপথে হজ ও ওমরাহ পালনকারী যাত্রীদের পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা;

৩.২৯. সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ও নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে যাত্রীবাহী নৌযান/জাহাজ চলাচল নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়ন করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা;

৩.৩০. পর্যটকবাহী নৌযান চলাচলের নির্ধারিত পথ নির্ধারণ করা;

৩.৩১. পর্যটকবাহী নৌযান চলাচল পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা;

৩.৩২. পর্যটকবাহী নৌযানে ভ্রমণকারী পর্যটকদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখা।

৪. সামুদ্রিক পর্যটনে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ সংরক্ষণ:

সামুদ্রিক পর্যটনে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে প্রাকৃতিক ও বিভিন্ন উপকরণ যেমন: উপকূলীয় বনাঞ্চল, ম্যানগ্রোভ, প্রবাল, খাঁড়ি/নদী, বালিয়াড়ি, জলাভূমি, মোহনা, সমুদ্রসৈকত, কৃষিক্ষেত্র, মানববসতি, বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ইত্যাদি উপকূলীয় প্রতিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরিকল্পিতভাবে সম্পদ আহরণ এবং নিয়ন্ত্রণহীন পর্যটনের কারণে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে থাকে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অনুসরণ করা প্রয়োজন:

৪.১. দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চল ও দ্বীপের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা এবং সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৪.২. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে সম্পদ আহরণের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখা যাতে প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা বজায় থাকে;

৪.৩. উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা;

৪.৪. উপকূলীয় অঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটকদের ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ এবং স্বকীয়তা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভাজন করা;

৪.৫. উপকুলীয় অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব পর্যটন এলাকায় ইকোট্যুরিজম এর সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক এর উন্নয়ন এবং সেখানকার বিরল প্রজাতির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা;

৪.৬.সাগরের বেলাভূমিতে জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা;

৪.৭. উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশ বিনষ্টকারী পর্যটন নিষিদ্ধ করা;

৪.৮. উপকূল সুরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে Community Network গড়ে তোলা;

৪.৯. পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত জনপ্রিয় উপকূলীয় পর্যটন এলাকায় বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় সাময়িকভাবে পর্যটন নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করা;

৪.১০. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণপূর্বক প্রতিবেশ বান্ধব সামুদ্রিক পর্যটনশিল্প স্থাপন করা;

৪.১১. সামুদ্রিক পর্যটনশিল্প বিকাশে ইকো-ফ্রেন্ডলি নৌ/জাহাজ ডিজাইন, নির্মাণ ও চলাচল নিশ্চিত করা;

৪.১২. সামুদ্রিক পর্যটনশিল্প বিকাশে প্রতিবেশবান্ধব গমনাগমন নিশ্চিত করা।

৫. সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা প্রতিপালন:

সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পর্যটনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে টেকসই সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা-২০২৩" গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতিমালা বাংলাদেশে সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের একটি সমন্বিত নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অন্যান্য নীতি/গাইডলাইনে বিধৃত সামুদ্রিক পর্যটন বিষয়ক কর্মকান্ডের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এই নীতিমালা প্রতিপালন করবে।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালার স্ব-স্ব অংশ বাস্তবায়ন করবে এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়নে সমন্বয় করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পর্যটন পরিষদ এই নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করবে। উক্ত কমিটি সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা সম্পর্কে অংশীজনকে অবহিতকরণসহ এই নীতিমালার প্রচার ও প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

৭. সামুদ্রিক পর্যটনে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য করণীয়:

৭.১. সামুদ্রিক পর্যটনের লক্ষ্যে পর্যটকবাহী জাহাজ ক্রয়ের জন্য প্রণোদনা প্রদান;

৭.২. দ্বীপ অথবা সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রাণীর এ্যাকোরিয়াম স্থাপনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রদান;

৭.৩. দ্বীপ অথবা সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী হোটেলগুলোকে ইকো-রিসোর্ট এ রুপান্তরের জন্য প্রণোদনা প্রদান;

৭.৪. সুন্দরবন ভ্রমণে ব্যবহৃত পর্যটকবাহী জাহাজ আধুনিকায়নে প্রণোদনা প্রদান;

৭.৫. দ্বীপ অথবা সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে কমিউনিটি ট্যুরিজম ও হোমস্টে চালুকরণের নিমিত্ত কমিউনিটির আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

৭.৬. সমুদ্রসৈকত কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিনোদন এবং ক্রীড়া আয়োজনে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা প্রদান;

৭.৭. সামুদ্রিক পর্যটন এবং ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান ও সহায়তাকরণ;

৭.৮. সামুদ্রিক পর্যটনের উন্নয়নে সরকারিভাবে গবেষণা কাজ পরিচালনা এবং অন্যান্যদের গবেষণা পরিচালনায় প্রণোদনা প্রদান;

৭.৯. সামুদ্রিক পর্যটন সংক্রান্ত উচ্চশিক্ষা অর্জনে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭.১০. সামুদ্রিক পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়ে ইন্টার্নশিপ করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদান;

৭.১১. সমুদ্রসৈকত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ বিষয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ ও প্রণোদনা প্রদান;

৭.১২. সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, সমুদ্র এলাকা এবং দ্বীপসমূহে Integrated Tourism Resort Zones (ITRZ), সমুদ্রসৈকত এলাকায় টেকসই পর্যটন জোন এলাকা ঘোষণা, ইকো-রিসোর্ট তৈরি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যটনের সুবিধাদি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.১৩. যৌথ অংশীদারিত্ব ব্যবসা বা পিপিপি মডেলের মাধ্যমে সামুদ্রিক পর্যটনে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৭.১৪. সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী স্থানে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা;

৭.১৫. মৌসুম উপযোগী পর্যটকবাহী জাহাজ সংগ্রহের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা।

৮. সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রম:

ক্রম.	কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ
১	সামুদ্রিক পর্যটনকে পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি সম্বলিত ক্রুজপোর্ট স্থাপন।	১. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
২	সামুদ্রিক পর্যটন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।	১. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৩	সমুদ্রপথে বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসানীতি সহজিকরণ, ভিসা নীতিমালায় আগমনী বন্দর হিসেবে বিমানবন্দর এবং স্থলবন্দরের পাশাপাশি সমুদ্রবন্দর অন্তর্ভুক্ত করা এবং ই-ভিসা/অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা নিশ্চিতকরণ।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
৪	সমুদ্রপথে বাংলাদেশ ভ্রমণের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ ও উপকূলীয় চ্যানেল চিহ্নিতকরণের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করা।	১. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৫	গভীর সমুদ্রে পর্যটকবাহী জাহাজের জন্য সুবিধাজনক স্থানে নোঙরের ব্যবস্থা করা।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬	কোস্টগার্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	১. জননিরাপত্তা বিভাগ ২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
৭	সামুদ্রিক পর্যটনের জন্য নির্ধারিত জাহাজে পরিবেশবান্ধব সুযোগ-সুবিধা থাকা।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২. ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।
৮	জলজপ্রাণী দেখার জন্য সুরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ পরিহার করা এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রজনন স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, বন বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নজরদারি বৃদ্ধি করা।	১. মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় ২. স্থানীয় প্রশাসন ৩. বন অধিদপ্তর ৪. ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ৫. সমুদ্রভ্রমণকারী পর্যটক।
৯	কচ্ছপ, তিমি, হাঙ্গর, ডলফিন এবং বিপন্ন প্রজাতির মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ক্রম.	কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ
১০	উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
১১	আঞ্চলিক সংস্থা যেমন: South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC), Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) ও Indian Ocean Rim Association (IORA) ভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে নিয়মিত সভার আয়োজন করা।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ।
১২	বাংলাদেশে অবস্থিত SASEC, BIMSTEC এবং IORA এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের হাইকমিশন/দূতাবাসের সাথে সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশে সমন্বিতভাবে কাজ করা।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
১৩	Cruise Lines International Association (CLIA)- এর সদস্যসমূহের মধ্যে সামুদ্রিক পর্যটন বিষয়ে আঞ্চলিক সমন্বয় সাধন এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
১৪	CLIA-এর সদস্যসমূহের সামুদ্রিক পর্যটন ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
১৫	CLIA-এর সদস্যসমূহের মধ্যে সামুদ্রিক পর্যটন বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন অথবা সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করা। সদস্যসমূহের মধ্যে সামুদ্রিক পর্যটন সম্পর্কিত SOP এবং একচেঞ্জ প্রোগ্রাম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৩. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৬	CLIA-এর সদস্যসমূহের সামুদ্রিক পর্যটনের ডাটাবেজ তৈরি করে ব্লু ইকোনমি সেলের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করা এবং সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৩. নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ৪. ব্লু-ইকোনমি সেল।
১৭	সামুদ্রিক পর্যটন বিপণনে আন্তর্জাতিক মেলা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে অধিকতর সহজ ও আকর্ষণীয় সামুদ্রিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা।	১. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৮	সামুদ্রিক পর্যটন সেবায় নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ট্যুর অপারেটরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

ক্রম.	কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ
১৯	সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে সমুদ্রবন্দর এলাকায় সবুজায়ন করা।	১. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২০	সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সামুদ্রিক পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
২১	সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের জন্য আধুনিক পর্যটকবাহী জাহাজ শিল্প স্থাপন, নির্মাণ, ক্রয়, প্যাকেজ ট্যুর চালু ও বন্দর/জেটি তৈরি বা উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং কর ও আমদানি শুল্ক সুবিধা প্রদান করা।	১. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
২২	সামুদ্রিক পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রচার ও প্রসারের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং এটুআই এর সমন্বয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৪. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৫. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ৬. এটুআই।
২৩	সমুদ্রতীর ও উপকূলীয় অঞ্চল টেকসইকরণে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে কাজ করা।	১. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
২৪	জাহাজের বর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সেগুলো অনুমোদিত বর্জ্য অপসারণের এলাকায় নিষ্কাশন করা।	১. নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩. পরিবেশ অধিদপ্তর।
২৫	বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে আইল্যান্ড হপিং এর সম্ভাব্যতা যাচাই, জেটি নির্মাণসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যটকবাহী জাহাজ শিল্প উদ্যোক্তা ও ট্যুর অপারেটরদের উৎসাহিত করা।	১. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২. নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. পরিবেশ অধিদপ্তর।

ক্রম.	কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ
২৬	সমুদ্রপথে হজ ও ওমরাহ পালনকারী যাত্রীদের পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা।	১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২. নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৪. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
২৭	সামুদ্রিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ও নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে যাত্রীবাহী নৌযান/জাহাজ চলাচল নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়ন করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
২৮	পর্যটকবাহী নৌযান চলাচল পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।
২৯	পর্যটকবাহী নৌযানে ভ্রমণকারী পর্যটকদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখা।	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd